আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই ‘কর্মক্ষেত্র’র সাফল্যের কারণ

‘কর্মক্ষেত্র’র পঁচিশ বছর পূর্ণ হল। ভারতবর্ষের মতো স্বল্পায়ু পত্রপত্রিকার দেশে পঁচিশ বছর পূর্ণ হওয়া সামান্য ঘটনা নয়।

আরও কয়েকটি কারণে ‘কর্মক্ষেত্র’র এই সাফল্য উল্লেখযোগ্য। সম্পূর্ণ নতুন ধরনের পত্রিকা, যিনি শুরু করেছেন, তাঁর অর্থবল নেই। আছে শুধু অদম্য উৎসাহ, বিষয়টির ওপর অনুরাগ। সেই ছেলেটির সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল ‘কর্মক্ষেত্র’ শুরু হবার আগে।

আমি তখন অধুনালুপ্ত দৈনিক ‘যুগান্তর’ পত্রিকার প্রকাশক। সদ্য যোগ দিয়েছি। কাগজটা আরও মনোজ্ঞ করবার চেষ্টায় আমরা কজন খবরের দিকটা দৃঢ় করা ছাড়াও, নানা নতুন ফিচারের উদ্ভাবনে মন দিয়েছি। কাগজে একটা নতুন দৈনিক ফিচার আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। ‘কাজের কথা’। লেখকের নাম কর্মদূত। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় করিয়ে দিলেন বার্তাসম্পাদক অমিতাভ চৌধুরী। ছাব্বিশ সাতাশ বছরের যুবক। তাঁর লেখায় চমকপ্রদ নতুন স্বাদ। প্রতি ছত্রে কর্মহীনদের প্রতি সমবেদনা। কীভাবে মানুষ কাজ পেতে পারে, তারই সন্ধানে কর্মদূত। তাঁর আসল নাম অমরেন্দ্র চক্রবর্তী। অল্পবিস্তর লেখালেখি করেন, নামও হয়েছে, যুগান্তরে তাঁর কলম খুবই জনপ্রিয়। রোজই প্রচুর পাঠকের চিঠি আসে। কখনও কখনও দিনে তিন-চার হাজার চিঠিও এসেছে।

অমরেন্দ্রর মনে হয়েছিল রোজ এক কলম লেখার মধ্যে কতটুকুই বা পথনির্দেশ দেওয়া যেতে পারে। আরও বিস্তৃত লেখার প্রয়োজন। সেই ভাবনা থেকেই জন্ম নিল ‘কর্মক্ষেত্র’। বাংলার শিক্ষিত অবহেলিত কর্মহীনদের দিকনির্দেশ করবে ‘কর্মক্ষেত্র’। বাংলা ভাষায়, হয়তো ভারতীয় ভাষাতেও, এটি প্রথম পুরোপুরি পাঠকের প্রয়োজনভিত্তিক, পরিষেবামূলক পত্রিকা।

পঁচিশ বছর ধরে সেই কাজই করে আসছে ‘কর্মক্ষেত্র’ এবং মানুষের আস্থা অর্জন করেছে। খবরে সামান্য মাত্রও ভুলত্রুটি থাকবে না। কাজের নতুন দিগন্তের সন্ধানে সতত নিযুক্ত আছে ‘কর্মক্ষেত্র’।

‘কর্মক্ষেত্র’র প্রথম দিকের কথা আরেকটু বলি। ‘কর্মক্ষেত্র’ প্রথম যেখানে ছাপা শুরু হয়, সেই প্রেসের পরিচালক ও কর্মীরা অমরেন্দ্রর নিখুঁতের প্রতি নিষ্ঠা, আন্তরিকতা ও আত্মবিশ্বাসকে মর্যাদা দিয়ে ঠিক সময়ে সযত্নে ছাপার কাজ সম্পন্ন করতেন।

দশ-বারো হাজার বিক্রি নিয়ে ‘কর্মক্ষেত্র’ শুরু হল। সে সংখ্যাটাও সামান্য ছিল না তখন। তাছাড়া, যেহেতু অর্থবল নেই নিজের, ‘কর্মক্ষেত্র’ কারুকে ধার দিতে পারত না, হকারদের অগ্রিম টাকা দিয়ে ‘কর্মক্ষেত্র’র কপি নিতে হত। অন্য সব প্রতিষ্ঠানে ঢালাও ধারে কাগজ পাওয়া যায়। ‘কর্মক্ষেত্র’ কাগজ বিক্রি করে প্রেসের পাওনা শোধ করত।

যুবসমাজের হৃদয় মথিত করে দিনে দিনে ‘কর্মক্ষেত্র’ বাড়তে লাগল। পাঠক পত্রিকাটিকে একেবারে আঁকড়ে ধরল।

এই সময় অমরেন্দ্রর সততা, সাহস, উদ্যম ও আন্তরিকতায় মুগ্ধ আমারই উদ্যোগে ‘যুগান্তর’-এর সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে ‘কর্মক্ষেত্র’ প্রকাশের ব্যবস্থা হল। অমরেন্দ্রর দায়িত্ব সম্পাদনার। ছাপা ও বিপণনের দায়িত্ব যুগান্তরের। কাগজ বিক্রির টাকা থেকে প্রেসের পাওনা ও আমাদের পরিচালন-ব্যয় মেটানো হবে।

‘কর্মক্ষেত্র’কে আরও ভালো করার সহায়ক পেলেন অমরেন্দ্র। দ্রুত বিক্রি বাড়তে লাগল। পাঠকের প্রশংসায় ভরা পালে এগিয়ে চলল ‘কর্মক্ষেত্র’।

তিন-চার বছরের মধ্যেই বিক্রয়সংখ্যা পঞ্চাশ হাজার ছাড়িয়ে গেল। ‘কর্মক্ষেত্র’ কখনও বিজ্ঞাপনের জন্য লালায়িত হয়নি। কাগজের স্থান-অপচয়কারী ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন প্রকাশে অমরেন্দ্রর কড়া নিষেধ ছিল। এ পত্রিকার একমাত্র উদ্দেশ্য পাঠক। পাঠকও তার কৃতজ্ঞতা ও অনুরাগ অকৃপণ দিয়েছে ‘কর্মক্ষেত্র’কে।

১৯৮৬-র শেষদিকে ‘কর্মক্ষেত্র’র মুদ্রণ, বিপণন ইত্যাদি প্রকাশনা ও পরিচালনার অন্যান্য কাজও অমরেন্দ্র নিজের কাঁধে তুলে নিলেন। এর আড়াই বছরের মধ্যে ‘কর্মক্ষেত্র’ বাংলা ভাষায় সর্বাধিক প্রচারিত সাময়িক পত্রের গৌরব অর্জন করে। অডিট ব্যুরো অফ সার্কুলেশন, যাঁরা খবরের কাগজের সঠিক বিক্রয়সংখ্যা নির্ণয় করে সার্টিফিকেট দেন, তাঁরা তাঁদের রিপোর্টে দেখিয়েছিলেন, যাবতীয় বাংলা সাময়িক পত্রের মধ্যে ‘কর্মক্ষেত্র’ সর্বাপেক্ষা অধিক বিক্রয় হয়। তখনও ‘কর্মক্ষেত্র’র বয়স দশ পূর্ণ হয়নি।

ক্রমশ সম্পূর্ণ নতুন ধরনের এই পত্রিকা সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করতে লাগল। প্রখ্যাত দৈনিকগুলিও ‘কর্মক্ষেত্র’র ধরনে কর্মহীনদের জন্য নিয়মিত ফিচার শুরু করে দিলেন।

আমি যখন ‘যুগান্তর’ ছেড়ে ‘আজকাল’ দৈনিকের প্রতিষ্ঠানে যোগ দিলাম, তখন ‘কর্মক্ষেত্র’ ছাপার কাজ আজকালে চলে এসেছিল। অন্য সব বিজ্ঞাপননির্ভর পত্রপত্রিকার দাম যখন কমেছে, তখনও ‘কর্মক্ষেত্র’ বিক্রয়মূল্য কমাতে পারেনি। বরং নিউজপ্রিন্টের মতো প্রয়োজনীয় কাঁচামালের মূল্যবৃদ্ধির সঙ্গে ‘কর্মক্ষেত্র’র দাম নিরুপায় বাড়াতে হয়েছে। তবুও পাঁচ বছর আগে ‘কর্মক্ষেত্র’-র বিক্রয়সংখ্যা এক লাখ অতিক্রম করল।

প্রতাপকুমার রায়